আল-ওয়ালা ওয়াল বারা

মুল

শায়খ ড. সুলায়মান আর-রুহায়লী হাফিযাহুল্লাহ।

মুদাররিস, মসজিদে নববী; দায়িত্বশীল মুফতী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষান্তর

ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

সম্পাদক

শায়খ ড. কাওছার এরশাদ মাদানী

পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আলোকিত প্রকাশনী

সূচীপত্র

১. অনুবাদকের কথা ৫

২. ভূমিকা..... ৮

৩. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু কথা ১০

৪. ওয়ালা ও বারা বিষয়ে আলোচনার গুরুত্ব..... ১১

৫. আধুনিক যুগে নেটের কারণে যা হয়েছে ১৪

৬. ওয়ালা ও বারা বিষয়ে লোকদের অবস্থান এবং ইখওয়ানী চিন্তাধারা ১৫

৭. ওয়ালা ও বারা বিষয়ক বিভ্রান্তির নেপথ্যে কারণ ১৮

৮. আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'র পরিচয় ২২

৯. ওয়ালা ও বারা'র প্রকারভেদ ২৫

১০. উক্ত প্রকারদ্বয়ে আলেমদের বিভিন্ন পরিভাষা ও সেগুলো জানার আবশ্যকীয়তা..... ২৭

১১. ওয়ালা ও বারা বাস্তবায়নে মানুষের প্রকারভেদ ...২৯

১২. বিদ'আতী ব্যক্তির সাথে আচরণ কেমন হবে ৩৬

১৩. কাফেরদের ভালোবাসার হুকুম ৪৪

১৪. অমুসলিমদের সাথে আচরণের বিধিমালা..... ৬১

১৫. তালেবে ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ..... ৬৯

১৬. কিছু সংশয় ও তার খন্ডন ৭৪

১৭. পরিশিষ্ট-১ ..... ৮২

১৮. পরিশিষ্ট-২ ..... ৮৭

১৯. পরিশিষ্ট-৩ ..... ৯১

২০. পরিশিষ্ট-৪ ..... ৯৭

২১. পরিশিষ্ট-৫ ..... ১০১

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রসূলিল্লাহ ওয়া ‘আলা আ-লিহী ওয়া সহবিহী আজমাঈন।

পরকথা হলো, ইসলাম সর্বযুগের সব জায়গার জন্য উপযোগী একমাত্র দ্বীন। এই দ্বীনটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত এবং একই সঙ্গে রহমত। এই দ্বীনের যাবতীয় বিধিনিষেধের মাঝে সৃষ্টির প্রতি মহামহিম আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যারা এই দ্বীনকে নিষ্কলুষভাবে মেনে নিয়েছেন, তারা দুনিয়াতেও শান্তি ও সমৃদ্ধির জীবন অতিবাহিত করেছেন, আখিরাতেও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অকল্পনীয় রহমত বরকতে ঘেরা জান্নাত। এই শ্রেণির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ।

বিপরীতে যারা এই দ্বীনকে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো মেনেছে, মাঝে মাঝে মানে মাঝে মাঝে ছাড়ে, কোনো এক ক্ষেত্রে শরীয়ত মানে তো অন্যক্ষেত্রে বাদ দেয়; তারা দুনিয়াতে ততটা সম্মান ও মর্যাদা পায় না যতটা পূর্বের শ্রেণিরা পেয়েছিলেন।

আর যারা পুরোপুরি দ্বীন ইসলাম বর্জন করে চলে, তাদের হিসেব করে তো আর আমাদের লাভ নেই।

তো যাইহোক, ইসলামের খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো, ওয়ালা ও বারা। দ্বীন ইসলাম যে যত বেশি পালন করবে, দ্বীনী বন্ধন তার সাথে তত দৃঢ় হবে। দ্বীন পালনে যার মাঝে যতটা পিছপা ভাব থাকবে, তার সাথে দ্বীনী বন্ধনও তত শিথিল হবে। আর যারা এই দ্বীনকে বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম পালন করে বা করে না, তাদের সাথে আমাদের কোনো দ্বীনী বন্ধন থাকবে না এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদের সাথে লেনদেনের দরকার হলেও

আন্তরিক কোনো সম্পর্ক সেখানে থাকবে না।

এটিই হলো এটার সারকথা। কিন্তু এই মহান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যারা নিজেদের মনমতো সবকিছু করতে চায় অথবা নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তারা এর মাঝে অনেক ভেজাল ঢুকিয়ে একদম আসল রূপকেই পাল্টে দিতে চাচ্ছে।

মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়া নেটের কল্যাণে অনেক কুফরী মতবাদের অপছায়া মুসলিমদের উপর পড়েছে। তন্মধ্যে অমুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা, মুক্তমনা মনোভাব, সমতা ইত্যাদির মতো নাস্তিক্যবাদী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে খুব দ্রুত। বিশেষ করে বর্তমানের দ্বীনী জ্ঞান থেকে দূরে থাকা বা কেবল দ্বীনে ফেরা উঠতি যুবকদের মাঝে প্রভাব ফেলছে প্রবলভাবে।

আর এরই সুযোগ নিয়ে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির পিছে ছুটে চলা কিছু, বরং অনেক বক্তাই এইসব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যুবকদের তাদের দিকে টানছে। মূল প্রবন্ধে এসম্পর্কে আলোচনা আসবে।

ইদানিং আমাদের বাংলাদেশেও এই প্রবণতা খুব দ্রুতহারে বাড়ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ালা ও বারা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিস্তর লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু ইলমে মিসকীন, তাই সরাসরি নিজে লেখার চেয়ে বড় সালাফী আলেমের লেখার অনুবাদের খোঁজ করতে থাকি। একসময়ে আল্লাহর অশেষ রহমতে শায়খ সুলায়মান আর-রুহায়লী হাফিযাহুল্লাহর এই লেকচারের সন্ধান পাই। একদমে পড়ে শেষ করে এর গভীরতা আরো স্পষ্ট হয়। ফলে এই লেকচারটিই অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেই। পাশাপাশি পরিশিষ্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে এখন বইটাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় "একের ভিতর সব"

অথবা "সিন্ধুকে বিন্দুর মাঝে আটকে ফেলা হয়েছে" বলা যায়।

এই বইটি কেউ পড়লে এবং হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সে সঠিক পথের দিশা পাবেই ইনশাআল্লাহ।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সম্মাননীয় উস্তায ড. কাওছার এরশাদ মাদানী হাফিযাহুল্লাহকে, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার মতো এক অধমের আবেদন রক্ষা করেছেন। বইটাকে তিনি সম্পাদনা করে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন।

শুরুতে এবং শেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মতো অধমকে এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বই অনুবাদ করার তাওফীক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এর মূল লেখক, অনু লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম পারিতোষিক দান করেন। লেখক, অনুবাদক, পাঠক সহ সবাইকেই এর দ্বারা উপকৃত করেন। দ্বীনের উপর অটল রেখে মৃত্যু দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন...

বিনীত,

ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১৮/০৯/১৪৪৪ হি:
০৯/০৪/২০২৩ ইং

ভূমিকা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা আমাদের মনের কুমন্ত্রণা ও মন্দ কাজ হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হিদায়াত দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা পূর্ণ মুসলিম না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা: আলে ইমরান, ১০২]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে

তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা: নিসা, ০১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সূরা: আহযাব, ৭০-৭১]

সবচেয়ে সত্যপন্থী কথা হলো, আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথনির্দেশ হচ্ছে, রাসূল (ﷺ) এর দেখানো হিদায়াত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো, (দ্বীনে) নবাবিষ্কৃত বিষয়াবলী। প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বিষয়ই হলো, বিদয়াত। আর প্রত্যেক বিদয়াতই হলো ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতিই হলো জাহান্নাম।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু কথা

অতঃপর, রাসূলের শহরে সমস্ত মুসলিমদের জন্য রাজকীয় সৌদি আরবের উপহারতুল্য মানহাজ, ইলম ও ছাত্রদের নিয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানপিয়াসু শিক্ষার্থীদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

এটি এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়, যেটার প্রতিষ্ঠা বড় বড় আলেম এবং এই দেশের শাসকগোষ্ঠীর সমন্বয়ে হয়েছে; বাদশাহ সৌদ বিন আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সহায়তা ও সমর্থনে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম এবং শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুমাল্লাহ স্থাপন করেন।

এখনো আলেম এবং শাসকগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্ন নেন, এর প্রতি সুনজর রাখেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশুদ্ধ সালাফী মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই বহাল রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের উপর আবশ্যক হলো: সালাফী মানহাজ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় যে মহান সালাফিয়্যাতের উপর ভিত্তি পেয়েছে- তার যথাযথ যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করা।

আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসও প্রণয়ন করা হয়েছে এখানকার গভীর জ্ঞানী আলেমদের দিকনির্দেশনায়।

আজকের এই উপকারী প্রোগ্রামের এই অধিবেশনের জন্য দায়িত্বশীল ভাইয়েরা "আল-ওয়ালা ওয়াল বারা" শীর্ষক বিষয়টি নির্বাচন করেছেন।

ওয়ালা ও বারা বিষয়ে আলোচনার গুরুত্ব

কোনো সন্দেহ নেই যে, 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' এর গুরুত্ব অপরিসীম এবং দলীলগুলোও খুব স্পষ্ট। এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এতোই দৃশ্যমান, যা কখনো দুই হবে না এবং রংও পাল্টাবে না। অবশ্যই তা ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের মতো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি। কুরআন ও সুন্নাহতে এ বিষয়ে এতোটাই স্পষ্টভাষা এসেছে, যাতে কোনো রকম অস্পষ্টতার অবকাশ নেই। কারণ, দ্বীন ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার মূলতত্ত্ব হলো: মানুষের যাবতীয় উপকার সাধন ও অনিষ্ট পাতন।

সুতরাং, ভালো বিষয় মানেই ইসলামে সে সম্পর্কে বিবরণ ও অনুপ্রেরণা বিদ্যমান আছে। আবার খারাপ বিষয় মানেই ইসলামে তা থেকে সতর্কীকরণ ও বিবরণ দেওয়া আছে। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দ্বীনকে পূর্ণ করার মাধ্যমে মুমিনদের উপর এটাকে তার নিয়ামত আখ্যা দিয়ে বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজকে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। [সূরা: মায়েদা, ৩]

স্থান কাল পাত্রের যতই পরিবর্তন হোক না কেন, আল্লাহ নিজে এই দ্বীনকে হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমরাই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হেফাজতকারী। [সূরা: হিজর, ৯]

আধুনিক যুগে নেটের কারণে যা হয়েছে

বিশেষ করে আমাদের এই আধুনিক যুগে, যে যুগে ইসলামের নামে বক্তার সংখ্যা বেড়ে গেছে, ইলমের সীমানা ক্রস করা হয়েছে, অপরিচিত ব্যক্তি শায়খ হয়েছে, তাকে ইমাম নামে ডাকা হয়, এমনকি মুজাহিদ আলেম লকব জুটেছে নামের সাথে! মাজহূলরা হয়েছে ইমাম ও আলেম, ছোটরা পরিণত হয়েছে কিবার আলেম ও পরিচালকে!! তার আবার দায়িত্ব হচ্ছে, বড় আলেমদের উপর বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রদ করা এবং শিক্ষকতা করা, এমনকি আলেমদেরকে তারা পথভ্রষ্ট বলে নিচে নামতে নামতে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলছে!!!

অধুনা নেট জগতের বদৌলতে অনেক মানুষ আবার বড় বড় ইলমী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার দুঃসাহস করছে; জনসাধারণের অনেকেই আবার এইসব নেটে ভাসমানদের দেখে ধোঁকা খাচ্ছে। তো যেসব বড় বড় দ্বীনী বিষয়াদি নিয়ে তারা আলোচনা করে থাকে, সত্যপন্থীদের আওয়াজের চেয়েও যে বিষয়ে তাদের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো: ওয়ালা ও বারা'র বিষয়টি।

ওয়ালা ও বারা বিষয়ে লোকদের অবস্থান এবং ইখওয়ানী চিন্তাধারা

একদল লোক এই বিষয়ে অতিরঞ্জন করতে গিয়ে এর বাইরের অনেক কিছুকে এর মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে মুবাহকে হারাম, মুবাহ বিষয়ে আমলকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা, মুখ ও অস্ত্র দিয়ে মুসলিমদেরকে ফাসেক, বিদ'আতী, অপরাধী বা কাফের পর্যন্ত আখ্যা দিচ্ছে। সব কিছুর ফলাফল দাঁড়ায়: ওয়ালা ও বারা'র নামে বিস্ফোরণ মূলক এবং বিনাশী কাজকারবার করা।

কিছু প্রবৃত্তি পূজারী আবার এই ওয়ালা ও বারা'কে নিজেদের মনোবাসনা পূরনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের মনমতো হলে ওয়ালা ও বারা অনুযায়ী আমল তো করেই, বাড়াবাড়ি পর্যন্ত করে থাকে। আর যদি তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ না হয়, তাহলে ওয়ালা ও বারা'কে অকেজো করে ফেলে। যেমনটি করে থাকে ইখওয়ানুল মুসলিমুন বা মুসলিম ব্রাদারহুড; তারা ওয়ালা'কে তাদের দলের চিন্তাধারা ও উক্ত দলকে সমর্থনের সাথে বেঁধে দিয়েছে। ফলে যে কেউ তাদের দলের পক্ষে থাকবে, সে-ই হবে আস্থাভাজন ওয়ালী, এমনকি প্রিয়ভাজন আলেম!! পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদের চিন্তাধারার বিরোধী হয়, তার মানে সে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত, তার সাথে বারা তথা তার থেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা দিতে হবে।

(তাদের) প্রথমোক্ত বিভাজনের ভিতরে অর্থাৎ প্রিয়ভাজন, বন্ধুত্বপূর্ণ ও আস্থাভাজনদের মধ্যে কাফেররাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যদি তারা (কাফেররা) তাদের দলের পক্ষে হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের

ওয়ালা ও বারা বিষয়ক বিভ্রান্তির নেপথ্যে কারণ

যারা ওয়ালা ও বারা বিষয়ে বিভ্রান্ত দলগুলো নিয়ে গবেষণা করবে, তার কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে, এই সবগুলো বিভ্রান্তির নেপথ্যে মূলত তিনটি কারণ কাজ করে। সেগুলো হলো:

১. প্রথম কারণটি হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। আসলে, অজ্ঞতাই সব অনিষ্টতার মূল, সব খারাবির শেকড়। যে ব্যক্তি-ই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, সে প্রবৃত্তি পুজারীদের মুঠোয় পড়বে। কারণ এ ধরনের অজ্ঞতা মানুষকে তার দ্বীনের বিষয়ে সন্দিহান করে তোলে। আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন, এখান থেকেই আপনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা শেখা এবং অন্যকে শেখানোর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

আর তোমরা এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তো শিক্ষকদের কাছ থেকে এই আকীদার শিক্ষা পাচ্ছ। এজন্য তোমাদের উচিত নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পরে এই আকীদা জনসাধারণকে শেখানো। বিভিন্ন কথা বলে, তীর্যক মন্তব্য করে কেউ যেন তোমাদেরকে রুদ্ধ করতে না পারে। কারণ এই উম্মাহকে সালাফদের আকীদা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা শেখানোর প্রয়োজনীয়তা তাদের খানাপানির চেয়েও বেশি দরকারি; এমনকি তাদের সমরাস্ত্রের চেয়েও বেশি প্রয়োজন। বরং এটাই তার আসল অস্ত্র ও সক্ষমতা। বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তিতে নিপতিত যুবকদের মধ্যে আমরা এগুলো লক্ষ্য করেছি। সবচেয়ে

আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'র পরিচয়

আরবী ভাষায় الولاء (আল-ওয়ালা) শব্দটি ধাতুগতভাবেই কোনো কিছুর কাছাকাছি ও নিকটে থাকার অর্থ দেয়, সাহায্য সহযোগিতা এবং ভালোবাসার অর্থও শামিল রয়েছে। الوِلاية বা الوَلاية (মানে শুধু واو বর্ণে যবর ও জেরের পার্থক্য) এটা العداوة তথা শত্রুতার বিপরীত শব্দ। আর الولي (ওলী) অর্থ হলো, নিকটবর্তী।

শরয়ী অর্থে الولاء (আল-ওয়ালা) হলো, বাহ্যিকভাবে এবং আত্মিক-ভাবে প্রিয়জনদের সাথে থাকা, তাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা করা এবং সম্মান করা। এর মৌলিক অর্থ হলো: ভালোবাসা।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ বিলায়াত (الولاية) তথা বন্ধুত্ব শব্দটি আদাওয়াত (العداوة) তথা শত্রুতা শব্দের বিপরীত। বিলায়াত শব্দের মূল অর্থ হলো: ভালোবাসা এবং কাছাকাছি থাকা।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আল-আনকারী বলেনঃ মুওয়ালাত (الموالاة) মানে মতৈক্য, সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এবং যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা হচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকা।

আলেমদের কথার সারসংক্ষেপ হলো: শরীয়ত নির্দেশিত ওয়ালা মানে আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলকে ভালোবাসা এবং দ্বীন ইসলাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীদের ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

মুমিন নর-নারী একে অপরের ওলী তথা বন্ধু। [সূরা: তাওবা, ৭১]

ওয়ালা ও বারা'র প্রকারভেদ

ওয়ালা দুই প্রকার, যে দুটো করলে ওয়ালা বাস্তবায়িত হবে আর ছাড়লে বাস্তবায়ন হবে বারা।

১ম প্রকারঃ দ্বীনী কারণে ভালোবাসা বা সাহায্য সহযোগিতা করা অথবা সন্তুষ্টি ও প্রশংসার মাধ্যমে ওয়ালা বাস্তবায়ন করা।

এই প্রকারটি শুধুমাত্র মুমিন মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। আপনার জন্য আবশ্যক হলো, অপর মুসলিম ভাইকে ভালোবাসবেন, জালেম হোক বা মাজলুম উভয়কেই শরয়ী পদ্ধতিতে সহায়তা করবেন, দ্বীনী বিষয়ে আপনি অপর মুসলিমকে প্রশংসা করবেন, উৎসাহ দেবেন; এগুলো সবগুলোই দ্বীনের বিষয়ে এবং দ্বীনের কারণে ওয়ালা।

এই প্রকারটি কাফেরদের জন্য হারামই নয় শুধু, কুফরী। কুফরের কারণে, দ্বীনের কারণে কোনো কাফেরকে ভালোবাসা কুফরী। কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফেরকে "সে তার দ্বীন খুব ভালোভাবে পালন করে" এজন্য ভালোবাসে, তবে এটা কুফরী ওয়ালা হবে। দ্বীনের কারণে, তাদের দ্বীনকে প্রাধান্যযুক্ত করার জন্য কাফেরদের সাহায্য সহযোগিতা করা কুফরী ওয়ালা'র অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনী বিষয়ে কাফেরদের প্রশংসা করা, তাদের দ্বীনী কাজে সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী ওয়ালা।

২য় প্রকারঃ ভালোবাসা বা সাহায্য সহযোগিতা করা অথবা প্রশংসার মাধ্যমে দ্বীনী বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয়ে ওয়ালা প্রকাশ করা।

এই প্রকারটি মুসলিমদের জন্য মৌলিকভাবে বৈধ, তবে কিছু

উক্ত প্রকারদ্বয়ে আলেমদের বিভিন্ন পরিভাষা ও সেগুলো জানার আবশ্যকীয়তা

তো আমরা প্রথম প্রকারের যে আলোচনা করে আসছি, কিছু আলেম সেটাকে الولاء الحقيقي তথা প্রকৃত ওয়ালা নামে এনেছেন। অর্থাৎ যেটার মাঝে ওয়ালার প্রকৃতত্ব ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় প্রকারকে বলে থাকেন, الولاء التبعي তথা অনুগামী ওয়ালা।

কতিপয় আলেম আবার প্রথমটাকে الولاء الاعتقادي তথা দ্বীনের কারণে হওয়ার ফলে বিশ্বাসগত ওয়ালা বলেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারকে বলেছেন الولاء العملي তথা আমলগত ওয়ালা; কেননা এটা দ্বীন বাদে বাকি বিষয় আশয়ের সাথে সম্পর্কিত।

কেউ কেউ আবার প্রথমটাকে التولي (আত-তাওয়াল্লী) এবং দ্বিতীয়টাকে الموالاة (আল-মুওয়ালাত) বলে উল্লেখ করেছেন।

এটা খুব ভালোমতো মুখস্থ করো ভ্রাতৃবৃন্দ, এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ; যাতে করে এ বিষয়ে আলেমদের কথা ভুলভাবে মানুষ না বোঝে।

তবে কতিপয় আলেম মনে করেন যে, الموالاة (আল-মুওয়ালাত) শব্দটি التولي (আত-তাওয়াল্লী) শব্দের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থ দিয়ে থাকে। তাদের মতে, তাওয়াল্লী মূলত মুওয়ালাতেরই একটা প্রকার মাত্র। তো এই মতাবলম্বীরা বলে থাকেন যে, মুওয়ালাত কুফরী হতে পারে আবার নাও হতে পারে:

-যদি সেটা তাওয়াল্লী মানে প্রথম প্রকার হয়, তাহলে তা কুফরী হবে।

-আর যদি সেটা দ্বিতীয় প্রকারের হয়, তবে কুফরী নয়।

এই পার্থক্যটা আমি এজন্যই তুলে ধরছি, আলেমদের কথা

ওয়ালা ও বারা বাস্তবায়নে মানুষের প্রকারভেদ

অতএব আমাদের এটা জেনে রাখা উত্তম হবে যে, মানুষ ওয়ালা ও বারা'র ক্ষেত্রে কয়েক ক্যাটাগরির; সবাই একই স্তরের নয়। আর এক্ষেত্রে নির্ণায়ক হবে শুধুমাত্র দ্বীন; নিজের খেয়ালখুশি বা নিজ দল বা নিজের মতের সাথে মিল অমিল নির্ভর নয়, বরং সম্পূর্ণ দ্বীন নির্ভর।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "ভালোবাসা-ঘৃণা, প্রশংসা-নিন্দা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা সবকিছুই হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নাজিলকৃত 'সুলতানের' ভিত্তিতে। আর সেই 'সুলতান' হলো, আল্লাহর কিতাব। সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন, তাকে ভালোবাসা ওয়াজিব, যে শ্রেণির মুমিনই হোক না কেন। অপরদিকে যে কাফের, তার সাথে বিদ্বেষ রাখা ওয়াজিব, যে ধরনের কাফের হয় না কেন।"

এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ

তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলীসকে) ও তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শত্রু? [সূরা: কাহফ, ৫০][১]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ আরো বলেনঃ আর যার মধ্যে ঈমান ও পাপাচার একসাথে থাকবে, তাকে ঈমানের

১. উল্লেখ্য যে, এখানে লেখক হাফিযাহুল্লাহ আরো কয়েকটি আয়াত এনেছেন। কিন্তু সেগুলো আগে চলে যাওয়ার কারণে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা বাদ দিয়েছি। -অনুবাদক।

বিদ'আতী ব্যক্তির সাথে আচরণ কেমন হবে

বিদ'আতের ক্ষেত্রে সক্ষমতা অনুযায়ী বিদ'আতী ব্যক্তির প্রতি বারা প্রকাশ করতে হবে; এটা মূলত ঐ বিদ'আতী ব্যক্তির সংশোধনের জন্য যাতে করে সে বিরত হয়। পাশাপাশি এর মাঝে (বিদ'আতকে) পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরও মাসলাহাত রয়েছে যে, সে এই ধরনের ব্যক্তি থেকে দূরে থাকবে ও তাদের সাথে ওঠাবসা করা থেকেও বিরত থাকবে।

বিদ'আতীদের সংসর্গ কখনোই ভালো কিছু নিয়ে আসে না। বরং সর্বনিম্ন যা অর্জন হয় তাদের স্পর্শে, তা হলো: আহলুস সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ ও বিভিন্ন অপবাদমূলক কথা; যেমন, আহলুস সুন্নাহর মাঝে কঠোরতা আছে, তাদের মাঝে আখলাক নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো সবই বিদ'আতীদের সংসর্গের ফলাফল।

(বিদ'আতীদের প্রতি বারা প্রকাশের অন্যতম দিক হলো,) এতে মুসলিমদের জন্য মাসলাহাত রয়েছে। যাতে করে সাধারণ মুসলিমরা ঐ ব্যক্তির বিদ'আতে ধোঁকা না খায়, তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে দেখে মুসলিম প্রতারিত না হয়।

আরেকটা মাসলাহাত হলো, সুন্নাহর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের মাসলাহাত।

তাহলে পাপী মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দুইটি অবস্থা দাঁড়ালো:

১. আত্মিক সম্পর্ক: মুমিন ব্যক্তির গুনাহ যতই বড় হোক, তার থেকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্তির ঘোষণা দেওয়া যাবে না বা পূর্ণ ঘৃণাও প্রকাশ করা যাবে না; কারণ ঈমানের অস্তিত্ব ভালোবাসার

কাফেরদের ভালোবাসার হুকুম

এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে। সেটি হলো: কাফেরদের ভালোবাসা কি মুতলাকান ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় নাকি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে? -কতিপয় যুবক মুতলাকান ইসলাম ভঙ্গকারী বুঝ নিয়ে যার থেকেই এরকম দেখছে, তাকেই কাফের বলে দিচ্ছে!-

উত্তরঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, যেগুলো দলীল দ্বারা নির্দেশিত এবং ইমামগণ এর উপর আমল করেছেন। অমুসলিমদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা যেমন এর বিধানগতভাবে একই পর্যায়ের নয়, তেমনি এর কারণও একটা নয়।

-এর মধ্যে কিছু আছে যা ঈমানের মূলকেই ভেঙে দেয়, ফলে এই কাজের কর্তাকে কাফের বলা হবে।

-আরেক ধরন হলো, যা ঈমানকে কমিয়ে দেয় কিন্তু কাফের বানায় না।

-আরেকটি ধরন হলো, যা ঈমানের মূলভিত্তিকেও আঘাত করে না এবং পূর্ণতাকেও কমতি করে না। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শায়খ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান আলুশ শায়খ বলেনঃ "আয়াতে বর্ণিত মুওয়ালাত শব্দটি বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট। কিছু আছে ইসলাম থেকে পূর্ণরূপে বের করে দেয়, আর কিছু আছে এর চেয়ে নিম্নমানের অর্থাৎ ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।"

অমুসলিমদের সাথে আচরণের বিধিমালা

এরপর আমরা আলোচনা করব অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচরণের কিছু নীতিমালা নিয়ে।

আমাদের আলোচনা চলে গেছে যে, কাফেরদের সাথে নিষিদ্ধ ওয়ালা তথা সখ্যতার ধরন হলো: দ্বীনের কারণে তাদেরকে ভালোবাসা, সাহায্য করা, প্রশংসা করা ইত্যাদি। তবে দ্বীনী কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে ভালোবাসলে বা সহযোগিতা করলে সেটা ওয়ালা ও বারা'র ভিতরে পড়বে না। অনুরূপভাবে পারস্পরিক লেনদেন, ইনসাফ করা ও ইহসান কোনোটিই আমাদের আলোচ্য হুকুমে আসবে না। এই বিষয়েরই বেশ কয়েকটি নীতি আছে।

১. হারবী কাফের নয়- এরকম কোনো কাফেরের উপকারকে অনুরূপ দয়া, অনুরাগে ফিরিয়ে দিতে হবে।

অতএব মুসলিম ব্যক্তির জন্য হারবী কাফের ব্যতীত অন্য কাফেরদের মঙ্গলজনক কাজের প্রতি সহনশীল ও দয়ার্দ্র আচরণ করা বৈধ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। [সূরা: মুমতাহিনা, ৮]

এর অর্থ হলো, যেসব কাফের মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া থেকে

তালেবে ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ

ঐসব দেশের তালেবে ইলমদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি মুসলিমদের বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ কাফেররা তাদের কথা খুব খেয়াল করে এবং সেগুলোকে ইস্যু বানানোর চেষ্টায় থাকে।

এমনকি জামেয়া ইসলামিয়ার (মদীনা মুনাওয়ারা) ছাত্রদের জন্যও অনেকেই ওঁৎপেতে থাকে। মাঝে মাঝে কোনো সাংবাদিক বা এইরকম পরিচয়ে কেউ এসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে ঐসব দেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু ইস্যু বানানোর চেষ্টা করে। এজন্যই জামেয়ার ছাত্রদের খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।

বরং হে ভাইয়েরা! আমি তো বলি যে, মূলনীতি হলো: অপরিচিত কারো সাথে পাথর হয়ে যাও! কারণ কোনো লোক এই মসজিদে নববীতে এসে বলবে, "মাশাআল্লাহ, তুমি তো একজন সত্যিকারের তালেবে ইলম, জামেয়াতে পড়ছ। তা কোন দেশ থেকে এসেছো? তোমার বাবার নাম কি?" হয়তোবা তোমার মায়ের নামও জানতে চাইতে পারে। এরপর তোমার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবে।

অতএব খুব সাবধান। তোমার জবানকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিও না।

এই জামেয়া ইসলামিয়ার অভ্যন্তরে সহ বিভিন্ন জায়গায় এরকম অনেক ধরনের ঘটনা আমাদের জানা আছে, আমরা এগুলোর মুখোমুখি হয়েছি। এজন্যই ছাত্রদের অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে কথা বলতে হবে।

কিছু সংশয় ও তার খন্ডন

এক্ষণে আমরা সালাফে সালেহীনের মানহাজ থেকে বিচ্যুত, বিভিন্ন দলান্ধ ব্যক্তি এবং বাড়াবাড়ি কারীদের থেকে এই বিষয়ে কিছু সংশয় উল্লেখ করব।

মুসলিম শাসকদের তাকফীর করার জন্য যে সংশয়টি তারা তুলে ধরে, সেটি হলো: মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে কাফের শাসকদের প্রতি চিঠিপত্রের সম্বোধন স্পষ্ট ওয়ালার জানান দেয়, যেগুলো তাদের কুফরী হওয়ার দাবি করে।

এধরনের কথাবার্তা আমরা অনেক শুনে থাকি। -যদি তাদেরকে বলেন, তোমার ঘাড়ে কি কারো (আনুগত্যের) বায়আত আছে?

-সে বলে: না। কারণ এখন তো কোনো মুসলিম শাসকই নাই, সবাই কাফের।

-আচ্ছা, তাহলে কিসের কারণে তারা কাফের? -কাফেরদের প্রতি তাদের সখ্যতার কারণে।

-তুমি কিভাবে এই সখ্যতার বিষয় জানলে?

-সব মুসলিম শাসক কাফেরদেরকে বন্ধু (صديق) বা এই ধরনের সম্বোধন করে! এটা তো স্পষ্ট ওয়ালা, যার কারণে ব্যক্তি কাফের হয়।

আমরা উপরোক্ত সংশয়ের উত্তর দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেব:

কাফেরদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ভালোবাসার প্রকাশ করা আর আন্তরিক ভালোবাসা দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। প্রথম প্রকার শরয়ীভাবে বৈধ আর দ্বিতীয়টি শরয়ীভাবে অবৈধ, পূর্বে আলোচিত